গন্তব্য

সঠিক পথের খোঁজে...

বই	**গন্তব্য**
লেখক	শফিক মুন্সি
সম্পাদনা	কুতুব হিলালী
বানান সমন্বয়	মুহাম্মদ পাবলিকেশন সম্পাদনা পর্ষদ
প্রচ্ছদ	আবুল ফাতাহ মুন্না
অঙ্গসজ্জা	মুহাম্মদ পাবলিকেশন গ্রাফিক্স টিম

গন্তব্য

সঠিক পথের খোঁজে...

শফিক মুন্সি

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

অর্পণ

বইটির একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র ইশরাত জাহান মুমু।
ইসলামের সত্যিকার সৌন্দর্য মানুষের কাছে ফুটিয়ে তুলতে
কাল্পনিক মুমুর মতো বাস্তবেও অনেকেই নানাভাবে কাজ
করেছে, করছে এবং করবে; তাদের সকলের প্রতি শ্রদ্ধা।

লেখক পরিচিতি

শফিক মুন্সি। বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সম্পন্ন করেছেন। বেশ কবছর বিভিন্ন জাতীয় ও আঞ্চলিক গণমাধ্যমে সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পেশাগত জীবনের সত্যান্বেষী অভ্যাস ও আচার-আচরণ তার লেখক জীবনেও কাজে দিয়েছে। ইসলামি বইমেলা ২০২২-এ প্রকাশিত তার প্রথম গল্পগ্রন্থ—গন্তব্য।

ফ্লাপ

ইসলাম-ধর্ম নিয়ে জানতে আগ্রহী অমুসলিম তরুণী বৃষ্টি। সে আল্লাহর ব্যাপারে কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করে মুমুর কাছে। নানা প্রশ্নে আর উত্তরে এগিয়ে চলে তাদের গল্প। একটি আত্মহত্যার ঘটনার মাধ্যমে নতুন মোড় নেয় তাদের দুজনের কাহিনী। কোন গন্তব্যে গিয়ে থামবে তারা? আসুন, তাদের বিশ্বাস, যুক্তি আর সত্যপথের সন্ধানে যুক্ত হই আমরাও।

প্রকাশকের কথা

সত্য ও সুন্দরকে গ্রহণ করার মানসিকতা নিয়েই শিশুরা পৃথিবীতে আগমন করে। পরবর্তী পরিবেশ-পরিস্থিতি, বিশেষত পারিবারিক ঐতিহ্যসহ নানা কারণে তাদের বিশ্বাস ও আচরণগত তারতম্য ঘটে। কেউ অবিশ্বাসী হয়ে ওঠে মহান সত্তার প্রতি, কারোবা বিশ্বাসের ঘাটতি থাকে। এমনকি মুসলিম হিসেবে পরিচয়দানকারী অনেকের বিশ্বাসগত ত্রুটির কারণে বেঁকে যায় জীবনের গন্তব্য। কিন্তু পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনের সফলতার জন্য দুনিয়ার এই স্বল্পস্থায়ী জীবনে মানুষকে সঠিক দিশায় ও সঠিক পথে ফিরে আসতে হয়। বেলা ফুরোবার আগে আকাশচারী পাখিটির গন্তব্য যেমন হয় আপন নীড়, তেমনি আপনাকেও ফিরতে হবে স্থির ঠিকানায়।

শফিক মুন্সি রচিত 'গন্তব্য' আপনাকে নিয়ে যাবে চিরস্থায়ী সুখময় সেই পথের দিকেই...বইয়ের প্রতিটি পাতায় পাতায় রয়েছে লেখকের হৃদয়ের কথা; অভিজ্ঞতার কথা; যা আপনার হৃদয়কে নাড়া দিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ লেখকের নিয়ত কবুল করুন; আমাদের ভুল-বিচ্যুতি ক্ষমা করুন। আখিরাতের সফলতা দান করুন। আমিন।

—মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
১৭-১০-২০২২ খ্রি.

লেখকের কথা

প্রথমেই মহান রবের দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। তিনি চেয়েছেন বিধায় 'গন্তব্য' তুলে দেওয়া গেল বোদ্ধা-পাঠকের হাতে। আমি নিজে দীর্ঘসময় স্রষ্টা সম্পর্কে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচলে পতিত ছিলাম। জীবনের ২৭টি বসন্ত শেষে যে-পথ ধরে আল্লাহর কাছে ফেরার চেষ্টা করেছি, সেই পথের খানিকটা তুলে ধরলাম আপনাদের সামনে, গল্পের মোড়কে।

বই প্রকাশের কোনো ইচ্ছাই আমার ছিল না। আমার (প্রিয় একজন মানুষের হিদায়াতের জন্য) বিভিন্ন বিষয়ে কিছু লেখা ইমেইলের সেন্টবক্সে দীর্ঘদিন পড়ে ছিল। অদ্ভুতভাবে সেগুলোর কয়েকটি লন্ডনের ইম্পেরিয়াল কলেজের গবেষক নাহিন রেজওয়ানের নজরে আসে। তার অকৃত্রিম উৎসাহ এবং সহযোগিতার ফসল 'গন্তব্য'। তার সতেজ উদ্দীপনায় আমার লেখায় মুমু, বৃষ্টি ও শারমিন নামের কাল্পনিক চরিত্ররা তাদের জীবনের গল্পে জুড়ে নিয়ে পাঠকের সামনে উপস্থিত হয়েছে। এছাড়া বইটি প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর পাণ্ডুলিপির প্রতিটি অক্ষরের সঙ্গে পরিচিত হন বরিশালের মাদরাসাতুস সুফফার সম্মানিত পরিচালক মুফতি মো. মঈনুল ইসলাম। বইটিকে গ্রহণযোগ্য করার জন্য নানাভাবে তথ্য ও পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তিনি। আমি এই দুজন সুহৃদের কাছে অনিশেষ কৃতজ্ঞ।

এছাড়া বর্তমানে বইয়ের পাঠকের কমতি, বিগত দিনের চেয়ে দ্বিগুণ মুদ্রণ খরচসহ নানা সমস্যায় জর্জরিত প্রকাশনী সংস্থাগুলো। তারপরও আমার মতো নবীন একজন লেখকের বই প্রকাশের ঝুঁকি নেওয়ায় মুহাম্মদ পাবলিকেশনকে ধন্যবাদ। মূলত আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ছিল মানুষের কাছে মহান আল্লাহর বার্তা বা পয়গাম পৌঁছে দেওয়া এবং তাদেরকে কুরআন-সুন্নাহ নির্ভর জীবনের কাছাকাছি আনার চেষ্টা করা। একজন পাঠকও যদি বইটি দ্বারা উপকৃত হন, তবে আমাদের চেষ্টা সার্থক হবে বলে মনে করব। আর শুধুই গল্প পড়ার জন্য যারা বইটি হাতে নেবেন, তাদেরকেও 'গন্তব্য' অখুশি করবে না আশা করছি।

বইটিতে কিছু কাল্পনিক গল্প এবং সংলাপ ব্যবহার করা হয়েছে। যার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র কুরআনের সত্যবাণীর যৌক্তিকতা উপস্থাপন করা। কাকতালীয়ভাবে যদি কারো সঙ্গে এগুলো মিলে যায়, তবে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। এছাড়া বেশ কিছু সত্য ঘটনাও তুলে ধরা হয়েছে বইটিতে। বইটি দীর্ঘায়িত করতে চাইনি, তাই সঙ্গত কারণে হাদিসের রেফারেন্স দেওয়া হলো না। কুরআনের আয়াতের বাংলা ভাবানুবাদের জন্য আল্লামা মুফতি তাকি উসমানি, মাওলানা মুহিউদ্দিন খান এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রণীত কুরআনের অনুবাদগুলো অনুসৃত হয়েছে।

পরিশেষে বলতে চাই, কোনো মানুষই ভুলত্রুটির ঊর্ধ্বে নয়। হতে পারে, বইয়ের কোথাও আপনাদের কাছে এমন কোনো বিচ্যুতি চোখে পড়েছে, যা আমাদের এড়িয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে বিষয়টি আমাদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে তা শুধরে নেওয়া হবে।

—শফিক মুন্সি

গন্তব্য

বৃষ্টি এবং মুমু—দুজনেই একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একই ডিপার্টমেন্টের শিক্ষার্থী। মুমু ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী কিন্তু বৃষ্টির ধর্মবিশ্বাস ভিন্ন। মুমুর চেয়ে বৃষ্টি এক ব্যাচ সিনিয়র হলেও পড়াশোনা নিয়ে আলোচনা আর নোটস দেয়া-নেয়া করতে গিয়ে দুজনের মধ্যে ভালো সম্পর্ক গড়ে ওঠে। যার দৌলতে ব্যক্তিগত জীবনের নানা বিষয় নিয়েও দুজনের মধ্যে আলোচনা হয় বিস্তর। আধুনিক মেয়ে হলেও মুমুর ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার তুমুল আগ্রহ কিংবা অভ্যাস বৃষ্টিকে প্রভাবিত করে। অন্যদিকে নিজের খরচ চালানোর জন্য পড়াশোনার পাশাপাশি বৃষ্টির হাড়ভাঙা পরিশ্রমকে শ্রদ্ধা করে মুমু। গ্রামের স্বল্প শিক্ষিত অস্বচ্ছল পরিবারের মেয়ে বৃষ্টি; নানা প্রতিকূলতা পার করে নিজেকে এ পর্যন্ত টেনে আনার জীবন-সংগ্রামের গল্প মুমুর অজানা নয়। একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসে করে বাসায় ফেরার পথে দুজন পাশাপাশি সিটে বসে। কথায় কথায় কৌতূহলবশত মুমুকে একটি অদ্ভুত প্রশ্ন করল বৃষ্টি। সে বলল, 'আচ্ছা, একটি প্রশ্নের উত্তর দে। তুই যে এতটা ধর্মকর্ম করিস। কীভাবে বিশ্বাস করিস যে, তোর আল্লাহই একমাত্র স্রষ্টা?'

প্রশ্নটি শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল মুমু। মনে মনে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইল সে। তারপর ধীরে কিন্তু স্পষ্ট করে বলল, 'আপু, যেকোনো প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনে তো একজনই প্রধান থাকে। কোনো দেশে প্রধানমন্ত্রী-প্রেসিডেন্টও দুজন পাবেন না আপনি। আল্লাহ যদি একাই স্রষ্টা না হতেন, তাহলে দেখা যেত যে, উনি এখন চাইছেন সন্ধ্যা, অন্য স্রষ্টা চাইছেন দুপুর। তাদের চাওয়া-আকাঙ্ক্ষা মিলত না

বিধায় একটা গণ্ডগোল বেধে যেত। কিন্তু স্রষ্টা একজন বিধায় প্রকৃতি একটি নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলে। আল্লাহ তাঁর পরিচয় দিয়ে বলেছেন—

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ لَمْ يَلِدْ ۙ وَ لَمْ يُوْلَدْ ۙ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ .

তিনি এক ও অদ্বিতীয়; তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি, তাকেও কেউ জন্ম দেয়নি এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। [সুরা ইখলাস, আয়াত : ১-৪]

সুতরাং একক স্রষ্টা হিসেবে তাকে মেনে নেয়াটাই যৌক্তিক। প্রচলিত অন্যান্য ধর্মমতে স্রষ্টার সন্তান বা একাধিক স্রষ্টার খোঁজ পাওয়া যায়। কিন্তু আমার কাছে মনে হয়, এই পৃথিবী, সাগর, পাহাড়, মহাশূন্য—সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ একাধিক সত্তার পক্ষে করা মানানসই নয়।

মুমুর কথা বৃষ্টি কতটুকু বুঝল, সেটা বোঝা গেল না। তবে পুনরায় প্রশ্ন করে বসল, 'স্রষ্টাকে না দেখেই এত বিশ্বাস?' মুমু একটু হাসল। মনে হলো, সে এই প্রশ্নের জন্য তৈরি ছিল। উত্তরে বলল, 'আপনি আমাকে না বললেও আমি কিন্তু বুঝতে পারছি যে, আপনি বেশ ভালো একটা পারফিউম ব্যবহার করেছেন। চোখে না দেখলেও সুগন্ধটি এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। যে জিনিসকে দেখা যায়, তাতে আসলে বিশ্বাসের কোনো প্রয়োজনও নেই। যেমন আমার ব্যাগে একটি পানির বোতল আছে। আমার এই কথাকে আপনার বিশ্বাস করতে হবে। এখন যদি বোতলটি বের করে দেখাই, তবে আমার কথায় বিশ্বাসের কোনো দরকার থাকে না। আপনি নিজের চোখেই বোতলের অস্তিত্ব টের পাবেন। আপনার জন্মদাতা বাবা-মার বিষয়ে কিন্তু আপনাকে বিশ্বাসের আশ্রয়ই নিতে হয়। আমরা যদি সবাই আমাদের বাবা-মাকে গিয়ে প্রশ্ন করা শুরু করি যে, কীভাবে আমাদের জন্মপ্রক্রিয়া সম্পন্ন হলো, কীভাবে তোমরা আমাকে

জন্ম দিলে তা দেখাও তো। নইলে তোমাদেরকে বাবা-মা হিসেবে বিশ্বাস করব না। তাহলে কী পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে একবার ভাবুন। তাই সৃষ্টিকর্তাকে সবসময় কোনো স্বরূপ বা প্রতীকী বিশ্বাসের জন্য উপস্থিত থাকতেই হবে, এমনটি নয়। আল্লাহ বলেছেন—

وَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ؕ وَ بِئْسَ الْمَصِيْرُ
اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

যারা তাঁকে অস্বীকার করবে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি আর যারা তাঁকে না দেখেই ভয় করে, নিঃসন্দেহে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা এবং পুরস্কার। [সুরা আল মূলক, আয়াত : ৬-১২]

'আচ্ছা যদি তোদের আল্লাহ পুরো বিশ্বের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা হন, আর ইসলামই একমাত্র সঠিক ধর্ম হয়, তবে তিনি আমাকে কেন মুসলিম হিসেবে সৃষ্টি করলেন না?' কিছুটা অস্থির হয়েই প্রশ্ন করল বৃষ্টি।

মুমু শান্তভাবে উত্তর দিলো, 'পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে যে—

وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

আল্লাহ মানব ও জিনজাতিকে সৃষ্টি করেছেন শুধুমাত্র তাঁর ইবাদতের জন্য। [সুরা আল জারিয়াত, আয়াত : ৫৬]

সুতরাং সকল মানুষকে আল্লাহ প্রদত্ত ধর্মমত অনুসরণ করে তাঁর আনুগত্য করতে হবে—এটি স্পষ্ট। আমার কথায় দয়া করে কিছু মনে করবেন না; একটু বাস্তবতা দেখাই আপনাকে। দেখুন, কোনো লোক যখন গরিব থাকে কিংবা অশিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করে, তখন কিন্তু কেউ তাকে প্রশ্ন করে না যে, কেন আল্লাহ তাকে এভাবে সৃষ্টি করেছেন। সে যে ধর্মমতের অনুসারীই হোক না কেন, কঠিন পরিশ্রম করে নিজের

জীবনের পথ গড়ে নেয়। কিন্তু একবারও জন্মগতভাবে পাওয়া অসচ্ছলতা আঁকড়ে ধরে জীবন পার করতে চায় না। কিংবা শিক্ষিত হওয়ার সুযোগটি হাতছাড়া করে না।'

এ পর্যন্ত বলার পর মুমু একটু থামল। সে দেখল যে, বৃষ্টির চেহারা খানিকটা অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। হয়তো এমন উত্তর সে আশা করেনি। দম নিয়ে পুনরায় বলা শুরু করল মুমু, 'আপু দেখুন, আমাদের কাছে দুনিয়ার এই অস্থায়ী জীবনটা পরীক্ষার। এখানে পরীক্ষা দিয়ে ফলাফল-স্বরূপ সুখ কিংবা দুঃখের চিরস্থায়ী পরকালীন জীবনকে আপন করে নিতে হবে। সঠিক পথটি খুঁজে পেতে এবং সেই পথকে যথাযথভাবে অনুসরণ করার জন্য সবাইকে পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। আমি বা আপনি কেউই পরীক্ষার বাইরে নই। এই দুনিয়ায় কিছু সময় ভালো থাকার জন্য আপনি বছরের পর বছর লেখাপড়া করলেন, পরিশ্রম করলেন। কিন্তু যে জীবনটি কখনো শেষ হবে না, ওই জীবনে ভালো থাকার চেষ্টায় সঠিক পথটি খুঁজে পাওয়ার জন্য কতটুকু পরিশ্রম আমরা করি? ধরুন, এখন আমাদের বাসটি এক্সিডেন্ট করল এবং আপনি মারা গিয়ে দেখতে পেলেন, যেই ধর্মের ওপর বিশ্বাস করে আপনি চিরটাকাল পার করলেন, তা সঠিক নয় এবং সঠিক পথ অনুসরণ না করার দরুন আপনাকে শাস্তি পেতে হচ্ছে। তখন কি ফিরে আসতে পারবেন আবার? কেউ কি কখনো মৃত্যুর পর ফিরে এসেছে?'

মুমুর এই কথা শুনে কপালে ঘাম জমতে শুরু করল বৃষ্টির। কিন্তু কোনো কথা বলল না সে। বোঝা যাচ্ছিল, বৃষ্টি আরো কিছু শুনতে চায়। কেন যেন মুমুর কথা আরো শোনার গভীর আগ্রহ জন্মাল তার মনে। মুমু আবারো বলতে শুরু করল—

মুসলিম রীতি অনুযায়ী কারো মৃত্যু হলে আমরা বলি, ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এর ভাবার্থ হচ্ছে, আমরা আল্লাহর কাছ থেকে এসেছি এবং তাঁর কাছেই ফিরে যাব। আমাদের গন্তব্য যে ঠিক হয়ে